এক নজরে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন

- ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন রাজধানী শহরে অবস্থিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশন। এটি দেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন ও গণপরিবহন খাতের ব্যস্ততম অবকাঠামো, যা রাজধানীর প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত। প্রতিষ্ঠার দশকের আধুনিক ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত।
- প্রতিষ্ঠাকাল ১লা মে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।
- ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের মূল নকশাকার ও স্থপতি ২জন মার্কিন নাগরিকঃ ড্যানিয়েল ডানহাম ও বব বুই। দুজনই লুই বার্জার অ্যান্ড কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের স্থপতি হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। ড্যানিয়েল ডানহামের নির্দেশনায় এর নকশা প্রস্তুতের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় যা বব বুই পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।
- স্থাপনাটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরে, যেখানে একটি ছাতা বর্ষার জল হতে সুরক্ষা প্রদান করে। স্টেশনটির নকশায় একটি একত্রিত ছাউনি ভিত্তিক ছাদের নিচে স্টেশনের টিকেট বুথ, প্রশাসনিক অফিস, যাত্রী বিশ্রামকেন্দ্রসহ বিভিন্ন কার্যকরী স্থান রয়েছে।
- স্টেশন ইয়ার্ডে রেলওয়ে ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্যঃ ৮৬১৮০ ফুট।
- প্ল্যাটফর্ম শেডের সংখ্যাঃ ০৭ টি।
- রানিং লাইনের সংখ্যাঃ ১৬ টি।
- প্রতিদিন ৪৩ জোড়া আন্তঃনগর, ০৬ জোড়া কমিউটার ও ১টি মেইল ট্রেন আসাযাওয়া করে। এছাড়া ০৩টি কমিউটার ট্রেন প্রতিদিন একাধিকবার আসাযাওয়া করে।
- দৈনিক ৩০-৩৫ হাজার যাত্রী ঢাকা স্টেশন ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করে থাকেন।
- স্টেশন বিল্ডিংয়ের প্লিন্থ এরিয়াঃ ৫৩,১৩০ বর্গফুট।
- মোট ল্যান্ড এরিয়াঃ ১৫৬.৬২ একর।
- মোট প্ল্যাটফর্ম ১০টিঃ
    - প্ল্যাটফর্ম নং ০১ : দৈর্ঘ্য-১৪৫০ ফুট , প্রস্থ-৩২'-১", কলাম সংখ্যা-২১
    - প্ল্যাটফর্ম নং ০২ ও ০৩ : দৈর্ঘ্য-১৫৪৪'-৬", প্রস্থ-৪৯'-৮", কলাম সংখ্যা-৮২
    - প্ল্যাটফর্ম নং ০৪ ও ০৫ : দৈর্ঘ্য-১৪৫৪'-৭", প্রস্থ-৫০'-৫", কলাম সংখ্যা-৮২
    - প্ল্যাটফর্ম নং ০৬ ও ০৭ : দৈর্ঘ্য-১৪৫৭'-৭", প্রস্থ-৪৯'-৬", কলাম সংখ্যা-৮২
    - প্ল্যাটফর্ম নং ০৮ : দৈর্ঘ্য-১৫২৭'-২", প্রস্থ-১৬'-৬", কলাম সংখ্যা-৪২
    - প্ল্যাটফর্ম নং ১৪ : দৈর্ঘ্য-৯০০'-৮", প্রস্থ-৩৬'-৬", কলাম সংখ্যা-২৩

- প্ল্যাটফর্ম নং ১৬ : দৈর্ঘ্য-৯১২'-২", প্রস্থ-৩২'-৪", কলাম সংখ্যা-২৩
- প্ল্যাটফর্ম ১-৭ সাধারণত কমিউটার, আন্তঃনগর ও দূরপাল্লার পরিবহন সেবার জন্য নির্ধারিত। শহরতলী প্ল্যাটফর্ম ৮,১৪ ও ১৬ ঢাকা হতে নারায়ণগঞ্জ এবং দক্ষিণবঙ্গে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত।

➢ লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢাকা লোকোশেড ও ডিজেল শপ বিদ্যমান।

➢ ট্রেনের কোচ রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াশিং ও ওয়াটারিং কাজের জন্য সিক লাইন শেড ও ২টি ওয়াশপিট (১টি ব্রড গেজ ও ১টি মিটার গেজ) আছে।

➢ রেল দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজের প্রয়োজনে ৮০ মেঃটন ক্ষমতার ১টি হাইড্রোলিক রিলিফ ক্রেন সার্বক্ষণিক রাখা আছে।

স্টেশন বিল্ডিংয়ে বিদ্যমান অফিস ও যাত্রী সুবিধাসমূহ

➢ ১ম তলাঃ
- লাগেজ স্ক্যানার মেশিন
- টিসি রুম
- ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট
- লাগেজ বুকিং রুম
- আন্তঃনগর, মেইল ও লোকাল ট্রেন টিকেট কাউন্টার
- পোস্ট অফিস কাউন্টার
- ক্যাফেটেরিয়া
- নাস্তাঘর শপ
- বুক স্টল
- স্টেশন ম্যানেজার কক্ষ
- স্টেশন মাস্টার কক্ষ
- ভিআইপি ওয়েটিং রুম
- প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুম
- ২য় শ্রেণীর ওয়েটিং রুম
- বিরতি রেস্টুরেন্ট
- ব্যাংক এটিএম বুথ

➢ শহরতলী স্টেশনঃ
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টর অফিস
- সকল শ্রেণীর ভোজনালয়
- পেনশন অফিস
- ঢাকা রেলওয়ে থানা
- রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অস্ত্র শাখা
- শহরতলী টিকেট কাউন্টার

➢ ২য় তলাঃ
- সহকারী পুলিশ সুপার অফিস
- পূবালী ব্যাংক লিঃ
- সার্ভার রুম (সহজ সিস্টেম)
- অফিস রুম একাউন্টস (স্পেশাল স্কোয়াড)
- টিআইএ/ঢাকা
- সিগন্যাল এর রিলে রুম

➢ ৩য় তলাঃ
- ডিসিও/স্টোর
- ট্রেনিং রুম
- এসএসএই/সিগনাল/গোডাউন
- সিগনাল কেবিন
- ঘোষণা কক্ষ
- সিগনাল অফিস
- রেলওয়ে আবাসিক হোটেল

➢ এছাড়াও স্টেশন ভবনের আশপাশের এলাকায় রেলওয়ে প্রশাসনিক ভবন, রেলওয়ে হাসপাতাল, অফিসার্স রেস্ট হাউস, লোকো রানিং রুম, গার্ড রানিং রুম, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং স্কুল, রেলওয়ে মেইল সার্ভিস (আরএমএস), রেলওয়ে পুলিশ ব্যারাক, ইলেকট্রিক সাব স্টেশন এবং ১ লক্ষ ও ৮০ হাজার গ্যালন ধারণক্ষমতার ২টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক আছে।